গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(প্রশাসন-১ শাখা)
www.lgd.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

নং- ৪৬. ০০. ০০০০. ০৩৯. ০১৮. ০২১. ২০১৭- ১৮৩৭

তারিখঃ ০৪ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
১৯ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ বনভূমির মধ্য দিয়ে অননুমোদিতভাবে রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ এবং বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপন করে বনের ক্ষতি সাধন বন্ধকরণ।

সূত্রঃ ২২.০০.০০০০.০৬৬.৩২.০০১.২০১২-৪৩০ তারিখঃ ১৬/১০/২০১৭ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পত্রটি এতদ্সংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক সরকারি বনাঞ্চলে রাস্তা, ড্রেন কিংবা যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের পূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটির ৩২তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বন অধিদপ্তর কিংবা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র/অনাপত্তি গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ জাহিদ হোসেন)
উপসচিব
ফোন- ৯৫৭৫৫৭৩
e-mail: **lgadmin1@lgd.gov.bd**

বিতরণঃ

১। অতিরিক্ত সচিব(সকল)/ মহাপরিচালক(মইই), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২। যুগ্মসচিব/যুগ্মপ্রধান(সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩। উপসচিব/উপপ্রধান(সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব(সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৫। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ(ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।

দপ্তর/সংস্থাঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, ঢাকা/রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা/খুলনা ওয়াসা/চট্টগ্রাম ওয়াসা/রাজশাহী ওয়াসা।
৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/নারায়নগঞ্জ/কুমিলা/গাজীপুর/রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

শেখ হাসিনার নির্দেশ
জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ

অতি জরুরি

স্থানীয় সরকার বিভাগ
গ্রহন ও প্রেরণ শাখা
17 OCT 2017
ডায়েরী নং ২৪৫৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-১
www.moef.gov.bd

স্মারক নং-২২.০০.০০০০.০৬৬.৩২.০০১.২০১২- ৪৬০ তারিখঃ অক্টোবর ২০১৭।

বিষয় ঃ বনভূমির মধ্য দিয়ে অননুমোদিতভাবে রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ এবং বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপন করে বনের ক্ষতিসাধন বন্ধকরণ।

সূত্র ঃ বন অধিদপ্তরের পত্র নং-২২.০১.০০০০.০১১.(প্রঃ).৪ডি-৯৬(পার্ট-১৬-৪).২০১৭.৬০০ তারিখঃ ১৮-০৯-১৭।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, দেশের সীমিত বনভূমি যথাযথ সংরক্ষণের বৃহত্তর স্বার্থে জাতীয় বননীতিতে বনভূমি বনায়ন ব্যতীত ভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র নং-মপবি/জেপ্র-৪/২(২৩)৯৭-২০০২(অংশ)৫৩৮ তারিখঃ ০৯-০২-২০০২ মূলে বনের মধ্য দিয়ে রাস্তা নির্মাণ একান্ত প্রয়োজন হলে রাস্তা নির্মাণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পিসিপি/পিপি তৈরীর প্রাক্কালে বন অধিদপ্তর কিংবা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র/অনাপত্তি গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। সম্প্রতি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৯ মার্চ/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩২তম সভায়ও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তা সত্ত্বেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ইত্যাদি সংস্থা কর্তৃক বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক শালবন/সৃজিত সামাজিক বনের ক্ষতিসাধন করে বনাভ্যন্তরে অননুমোদিতভাবে যত্রতত্র রাস্তা, ড্রেন, বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণের জন্য মাঠ পর্যায়ে তৎপর রয়েছে।

০২। এছাড়া, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বর্ণিত নির্মাণ কাজ অননুমোদিতভাবে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নকালে বন বিভাগের বাধার সম্মুখীন হন। এতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিরোধ হয়। স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে বন বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকেও ভুল বুঝিয়ে বন বিভাগ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা দেয়া হয়। ফলে, জনসাধারণের নিকট বন বিভাগের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়, কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকেও দায়িত্ব পালনে কঠিন সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। সম্প্রতি এলজিইডি কর্তৃক গোসিংগা-রাজাবাড়ী রাস্তা, কাচিঘাটা ও কালিয়াকৈর এর বনভূমিতে বিভিন্ন রাস্তা, পৌরসভা কর্তৃক কালিয়াকৈর এর রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণে এবং পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক বারতোপা, সিমলাপাড়া বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপনে বর্ণিত বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরণের পরিস্থিতিতে বন বিভাগের পক্ষে সীমিত জনবল ও লজিষ্টিক দিয়ে মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, সংবিধানে "পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" শিরোনামে ১৮ক অনুচ্ছেদ নিম্নরূপভাবে সংযোজন করা হয়েছে:

> "রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।"

০৩। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, সরকারি বনাঞ্চলে রাস্তা, ড্রেন কিংবা যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের পূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩২তম সভার সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

যুগ্ম-সচিব (প্রঃ) এর দপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্মারক নং ৬৯৯৯
তারিখঃ ১৯/১০/১৭
স্বাক্ষর
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)

ক্রমিক নং ... তারিখ ...
প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরিত হলো
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)
যুগ্ম-সচিব (উপজেলা)
যুগ্ম-সচিব (অডিট)
যুগ্ম-সচিব
উপ-সচিব
সিঃ সঃ সচিব
অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ)
স্থানীয় সরকার বিভাগ

(এ.এস.এম ফেরদৌস)
উপ সচিব
ফোন ঃ ৯৫৭৪৪১৮
E-mail: forest1@moef.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ঃ

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৪। সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

D:\Arafat Forest\Letter Bangla-2017 (Arafat).doc

৩২৭

শেখ হাসিনার বাংলাদেশ
পরিচ্ছন্ন পরিবেশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর
বন অধিদপ্তর
বন ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	ইস্যু নম্বরঃ
	তারিখ ঃ
অতিরিক্ত সচিব ( )	☐ জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিন
অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ)	☐ জরুরী উপস্থাপন করুন।
এমডি, বিসিসিটি	☐ পরীক্ষান্তে উপস্থাপন করুন।
অতিঃ সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন)	☐ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
যুগ্ম-সচিব (পরিবেশ-১/২)	
সচিবের একান্ত সচিব	

পত্র নং-২২.০১.০০০০.০১১(প্রঃ).৪ডি-৯৬(পার্ট-১৬-৪).২০১৭/১৫৪০ তারিখ-১৮/০৯/২০১৭ইং

প্রাপক ঃ সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়,
ঢাকা।

বিষয়ঃ বনভূমির মধ্য দিয়ে অননুমোদিতভাবে রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ এবং বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপন করে বনের ক্ষতিসাধন বন্ধকরণ।

সূত্র ঃ বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চলের পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬০১.৪২.০১৮.১৭.১৯৬৫ তাং-২৮/০৮/১৭ইং (কপি সংযুক্ত)।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, দেশের সীমিত বনভূমি যথাযথ সংরক্ষণের বৃহত্তর স্বার্থে জাতীয় বননীতিতে বনভূমি বনায়ন ব্যতীত ভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রি পরিষদ বিভাগের পত্র নং-মপবি/জেপ্র-৪/২(২৩)৯৭-২০০২(অংশ)৫৩৮ তাং-০৯/০২/২০০২ইং মূলে বনের মধ্য দিয়ে রাস্তা নির্মাণ একান্ত প্রয়োজন হলে রাস্তা নির্মাণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পিসিপি/পিপি তৈরীর প্রাক্কালে বন অধিদপ্তর কিংবা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র/অনাপত্তি গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। সম্প্রতি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৯ শে মার্চ/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩২তম সভায়ও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তা সত্ত্বেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সরকারী নির্দেশনা উপেক্ষা করে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ইত্যাদি সংস্থা কর্তৃক ঢাকা বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত গাজীপুর জেলার প্রাকৃতিক শালবন/সৃজিত বনের ক্ষতিসাধন করে বনাভ্যন্তরে অননুমোদিতভাবে যত্রতত্র রাস্তা, ড্রেন, বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণের জন্য মাঠ পর্যায়ে তৎপর রয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বর্ণিত নির্মাণ কাজ অননুমোদিতভাবে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নকালে বন বিভাগের বাধার সম্মুখীন হন। এতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিরোধ হয়। স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে বন বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকেও ভুল বুঝিয়ে বন বিভাগ সম্পর্কে বিরূপ ধারনা দেয়া হয়। ফলে, জনসাধারণের নিকট বন বিভাগের ভাবমূর্তী ক্ষুন্ন হয়, কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকেও দায়িত্ব পালনে কঠিন সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। সম্প্রতি এলজিইডি কর্তৃক ঘোসিংঘা-রাজাবাড়ী রাস্তা, কাচিঘাটা ও কালিয়াকৈর এর বনভূমিতে বিভিন্ন রাস্তা, পৌরসভা কর্তৃক কালিয়াকৈর এর রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ এবং পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক বারতোপা, সিমলাপাড়া বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপনে বর্নিত বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। যা বন বিভাগের পক্ষে সীমিত জনবল ও লজিষ্টিক দিয়ে মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

এমতাবস্থায়, গাজীপুর জেলার সরকারী বনাঞ্চলে রাস্তা, ড্রেন, বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন কিংবা যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের পূর্বে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের নির্দেশনা এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩২তম সভার সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে অনুসরণ করার ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/জেলা প্রশাসক, গাজীপুরকে পত্র দিতে অনুরোধ জানানো হলো।

বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবহিত করা হলো।

(মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী)
প্রধান বন সংরক্ষক
বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮১৮১৭৩৭

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রশাসন অনুবিভাগ	
ডাইরী নং-	তারিখ:
উপ-সচিব (প্রশাঃ)	
উপ-সচিব (বন)	
সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট শাখা)	
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	
	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

পত্র নং-২২.০১.০০০০.০১১(প্রঃ).৪ডি-৯৬(পার্ট-১৬-৪).২০১৭. তারিখ- /০৯/২০১৭ইং

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে ঃ

১। বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বনভবন, মহাখালী, ঢাকা।
২। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, ঢাকা বন বিভাগ, বনভবন, মহাখালী, ঢাকা।

(মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী)
প্রধান বন সংরক্ষক
বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

D:\Saibal\Letter\March-2016.doc

প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর
ডাইরী নং- ৪৪২০
তারিখ- ৩১।৮।১৭
স্বাক্ষর-

শেখ হাসিনার নির্দেশ
জনবান্ধব সহিষ্ণু বাংলাদেশ

তারিখ: 31 AUG 2017
প্রধান বন সংরক্ষকের স্বাক্ষর:
প্রধান সহকারীর স্বাক্ষর:
সংশ্লিষ্ট শাখা: MP

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বন সংরক্ষকের দপ্তর
কেন্দ্রীয় অঞ্চল
বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা।

ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ইউনিট
প্রকৌশল শাখা
পত্র প্রাপ্তির তারিখ..........
কর্মকর্তার স্বাক্ষর..........
শাখা প্রধানের স্বাক্ষর..........

পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬০১.৪২.০০৮.১৭ ২৬৩৫ তারিখ-

প্রাপকঃ প্রধান বন সংরক্ষক
বাংলাদেশ, ঢাকা।

বিষয় ঃ- ঢাকা বন বিভাগের আওতাধীন গাজীপুর জেলার বনভূমির অভ্যন্তরে অননুমোদিতভাবে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন এবং রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ করে সরকারী বনের ক্ষতি সাধন প্রসংগে।

সূত্রঃ- বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, ঢাকা বন বিভাগের পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬০৮.০৯.০০২.১৭.৪৬৩৭ তারিখ- ২৭/৮/১৭ খ্রিঃ।

সম্মান সহকারে উপরোক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা বন বিভাগের আওতায় গাজীপুর জেলার বিস্তৃর্ণ এলাকা জুড়ে আছে প্রাকৃতিক শালবন। ঐ অঞ্চলের অবক্ষয়িত শালবন এবং পুনরুদ্ধারকৃত বনভূমিতে নতুন করে বন বাগান সৃজন করা হয়েছে। ঢাকা বন বিভাগের সীমিত জনবল দ্বারা এসব বন বাগান ও বনভূমি রক্ষার সক্রিয় প্রচেষ্ঠা অব্যাহত আছে। কিন্তু স্থানীয় সরকার প্রশাসন যথা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বন মন্ত্রণালয় বা বন বিভাগের অনুমতি ব্যতিরেকে বনভূমির ভিতর দিয়ে যত্রতত্র রাস্তা ও বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ, ড্রেন নির্মাণ করে বনাঞ্চলের ক্ষতিসাধন করছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর জেলা প্রশাসন শাখার স্মারক নং মপবি/জেপ্র-৪/২(২৩)/৯৭-২০০২(অংশ)/৫৩৮ তারিখ ৯/২/২০০২ খ্রিঃ মোতাবেক সংরক্ষিত বনাঞ্চলে রাস্তা নির্মাণ বা উন্নয়নমুলক কাজ করার একান্ত প্রয়োজন হলে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং বন অধিদপ্তরের সাথে আলোচনা করে সমঝোতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে পিসিপি / পিপি তৈরীর প্রাক্কালে বন অধিদপ্তরের ছাড়পত্র / অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে বলে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকার বিষয়টি একাধিকবার অবহিত করা সত্বেও উল্লেখিত বিভাগ/ দপ্তর সমূহ উক্ত নির্দেশনা উপেক্ষা করে প্রকল্প গ্রহণ করছে। ফলে প্রকল্প গ্রহণকারী বিভাগ কর্তৃক মাঠপর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিত কাজ করাকালীন বন বিভাগের সাথে উক্ত বিভাগ সমূহের মত বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে। স্থানীয় জনগণের কাছে এসকল রাস্তা / বিদ্যুৎ লাইন / ড্রেন নির্মাণ কারে স্থানীয় জনসাধারণকে বন বিভাগের মুখোমুখি দাড় করানো হচ্ছে এবং কাজ বন্ধ করার অজুহাতে বন বিভাগের কর্মকর্তা / কর্মচারীদের জীবন নাশের হুমকিসহ নানাভাবে নাজেহাল করা হচ্ছে বলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, ঢাকা বন বিভাগ জানান। স্থানীয় জনপ্রতিনিধির নিকটও বিষয়গুলি ভুলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। সম্প্রতি শ্রীপুর রেঞ্জের গোসিংগা-রাজাবাড়ী রাস্তা নির্মাণ এবং বারতোপা- শিমলাপাড়া পল্লী বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণে এধরণের ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া কাচিঘাটা ও কালিয়াকৈর রেঞ্জের বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে বন বিভাগের অনুমতি ব্যতিরেকে হঠাৎ করে এলজিইডি কর্তৃপক্ষ রাস্তা নির্মাণ করছে ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বিদ্যুৎ লাইন স্থাপনের জন্য পিলার স্থাপনের এবং কালিয়াকৈর-এ পৌরসভা কর্তৃক ড্রেন ও রাস্তা নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে উক্ত কাজ করার জন্য বন কর্মচারীগণ অনুরোধ করলে স্থানীয় জনসাধারণকে উস্কানী দিয়ে বন প্রশাসনের জন্য বিরূপ পরিস্থিতি তৈরী করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠান / সংস্থাসমূহ কর্তৃক সরকারী বনভূমি / বন / বাগানের ভিতরে রাস্তা নির্মাণ এবং বনের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন ও ড্রেন তৈরী ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বনভূমির অখন্ডতা নষ্ট হচ্ছে এবং বনভূমি জবরদখলের সুযোগ সৃষ্টিসহ বনজ সম্পদের ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। এতে করে টেকসই উন্নয়নে বিরূপ প্রভাব পড়ছে এবং জনসাধারণের কাছে বন বিভাগের ভাবমুর্তি ক্ষুন্নসহ বন কর্মচারীদের দায়িত্ব পালন করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ না করার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, ঢাকা বন বিভাগ সূত্রস্থ পত্রমূলে অত্র দপ্তরকে জানান।

এমতাবস্থায়, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, ঢাকা বন বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত উল্লেখিত প্রতিবেদন ও এতদসংক্রান্ত কাগজপত্রাদি মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ০৮ (আট) পাতা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর
রেজি নং- ৪৭৫
ফাইল নং- ৪ভি-১৬(পার্ট-১৬-৩)
তারিখ- ২১।৯।১৭

২৭/৮/১৭

(জহির উদ্দিন আহমেদ)
বন সংরক্ষক
কেন্দ্রীয় অঞ্চল
বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা
ফোন নং ঃ ৮৮৩৪০৯৯

পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬০১.৪২.০০৮.১৭ তারিখ-

অনুলিপি অবগতির জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, ঢাকা বন বিভাগ, ঢাকা এর নিকট প্রেরণ করা হলো।

(জহির উদ্দিন আহমেদ)
বন সংরক্ষক
কেন্দ্রীয় অঞ্চল
বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা।
ফোন নং ঃ ৮৮৩৪০৯৯